রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ২১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৫, ২০২৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩০৯—৩২৩	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৪৯—৫৯৬	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৫—৫৮৮	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ: ২২ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-০৫/২০২৩-১৬৬—The Notaries Ordinance, 1961(১৯৬১ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ)এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সুনামগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব মোহাম্মদ তাহির আলী, পিতা-মৃত মোহাম্মদ আলকাছ আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ২১ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-০৪/২০২৩-১৬৫—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এডভোকেট জনাব সৈয়দা ফারহানা হোসেন (তানিয়া), পিতা-মৃত সৈয়দ সাদাৎ হোসেন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(খ) The Notaries Rules, 1964- এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৯ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার আড়ানী পৌরসভার নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের অধিক্ষেত্র পুনর্গঠন ও নতুন অধিক্ষেত্র সৃজন এবং বর্তমানে কর্মরত নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে গণ্যকরণসহ প্যানেল আহ্বান প্রসঙ্গে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৫.০৩-১০৩—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সাব-রেজিস্ট্রার, বাঘা রাজশাহীএর গত ০৬/১১/২০২০ খ্রি. তারিখের ২০২০ (৯৮) নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রের আলোকে রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার আড়ানী পৌরসভাটি 'গ' শ্রেণি হতে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় ও বর্তমানে কর্মরত নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আড়ানী পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁকে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১৩ (গ) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার ০৪,০৫, ও ০৬ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো এবং আড়ানী পৌরসভার ০১, ০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি এবং ০৭, ০৮ ও ০৯ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে অপর একটি অধিক্ষেত্রসহ মোট দুইটি নতুন অধিক্ষেত্র সৃজন করা হলো।

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৯/ ০৬ মার্চ ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৮.১১৪.১৭-১০৪—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মো. আলা উদ্দিন, প্রাক্তন উপাচার্য, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-কে সিসিএন (কমিউনিকেটিভ কম্পিউটিং ফর নেক্সট জেনারেশন) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা-এর ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোন সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২. জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ চৈত্র ১৪২৯ বঃ/ ১৯মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.১১.০১৭.২০.৪০—টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির কম্পিউটার পারসোনেল কর্মকর্তাদের চূড়ান্ত জ্যেষ্ঠতা তালিকা ২০২৩ এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

এস.এম.তারিক
উপসচিব।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির কম্পিউটার পারসোনেল কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা ২০২৩

ক্রমিক নং	(ক) কর্মকর্তার নাম (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (গ) জন্ম তারিখ (ঘ) জেলার নাম	(ক) চাকরিতে যোগদান (প্রকল্পে)-এর তারিখ (খ) সরকারি চাকরিতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের তারিখ (গ) পদের নাম (বেতন গ্রেড) ও বেতন স্কেল (ঘ) স্থায়ীকরণের তারিখ	বর্তমান নন-ক্যাডার পদে যোগদানের তারিখ, পদের নাম ও বেতনস্কেল	বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন স্কেল এবং এই স্কেল পাওয়ার তারিখ	পদের নাম উল্লেখপূর্বক বর্তমান পদে নিযুক্ত হওয়ার তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	(ক) মোঃ শহিদুল ইসলাম শেখ (খ) বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) ২৬-১০-১৯৬৬ (ঘ) সিরাজগঞ্জ	(ক) ২৯-০৫-১৯৯৭ (খ) ০১-০৭-২০০০ (গ) প্রোগ্রামার (৬ষ্ঠ গ্রেড) ও টাঃ ৭২০০-১০৮৪০/- (পে স্কেল/৯৭ অনুযায়ী (ঘ) ০১-০৭-২০০০	০১-০৭-২০০০ প্রোগ্রামার টাঃ ৭২০০-১০৮৪০ (পে-স্কেল/৯৭ অনুযায়ী)	টাঃ ৫০০০০/-৭১২০০/-(পে-স্কেল/২০১৫ অনুযায়ী) ০১-০৭-২০১৬ (৫ম গ্রেড থেকে ৪র্থ গ্রেড)	প্রোগ্রামার ০১-০৭-২০০০	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২।	(ক) মোঃ আফাক খান (খ) বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) ০৪-০৮-১৯৬৮ (ঘ) খুলনা	(ক) ২৯-০৫-১৯৯৭ (খ) ০১-০৭-২০০০ (গ) প্রোগ্রামার (৬ষ্ঠ গ্রেড) ও টাঃ ৭২০০-১০৮৪০/- (পে- স্কেল/৯৭ অনুযায়ী) (ঘ) ০১-০৭-২০০০	০১-০৭-২০০০ প্রোগ্রামার টাঃ ৭২০০-১০৮৪০ (পে- স্কেল/৯৭ অনুযায়ী)	টাঃ ৫০০০০/-৭১২০০/- (পে- স্কেল/২০১৫ অনুযায়ী) ০১-০৭-২০১৬ (৫ম গ্রেড থেকে ৪র্থ গ্রেড)	প্রাগ্রামার ০১-০৭-২০০০	
৩।	(ক) মোঃ রেহানুল ইসলাম (খ) এম কম (ব্যবস্থাপনা) (গ) ০৫-০২-১৯৬৭ (ঘ) সিরাজগঞ্জ	(ক) ২১-০৬-২০০০ (খ) ০১-০৭-২০০০ (গ) সহকারী প্রোগ্রামার (৯ম গ্রেড) ও টাঃ ৪৩০০-৭৭৪০/- (পে স্কেল/৯৭ অনুযায়ী) (ঘ) ০১-০৭-২০০০	০১-০৭-২০০০ সহকারী প্রোগ্রামার(৯ম গ্রেড) টাঃ ৪৩০০-৭৭৪০/- (পে স্কেল/৯৭ অনুযায়ী)	টাঃ ৪৩০০০/-৬৯৮৫০/-(পে-স্কেল/২০১৫ অনুযায়ী) টাকাঃ২২২৫০-৩১২৫০/- ০১-০৭-২০১০ (৬ষ্ঠ গ্রেড থেকে ৫ম গ্রেড)	সহকারী প্রোগ্রামার ০১-০৭-২০০০	

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯/ ১৩ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২০২২-৩৯০—দিনাজপুর জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-৪৩, তারিখ: ০৯/১১/২০১৮ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) (আ)/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯/ ১৩ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৪-২০২২-১১৭—যেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৫৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী ও ইতোপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা জেলার "সি" সার্কেল হিসেবে কর্মকালে গোবিন্দগঞ্জ থানায় গত ০৯/১১/২০২০ তারিখে রুজুকৃত ২৩ নং মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নিঃ)/মোঃ আলাউদ্দিন (বিপি-৮৪০২০০৯৭৮৮) মামলাটি সঠিকভাবে তদন্ত না করে এজহারনামীয় আসামী এবং এজাহার বহির্ভূত একজন আসামীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সালের ৩৬(১) এর টেবিলে ১০ (ক)/৪১ ধারায় গত ৩১/১২/২০ তারিখে ৬২১ নং অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। তিনি সার্কেল এএসপি হিসেবে বর্ণিত মামলাটি রুজুর সময় ছুটিতে থাকলেও ছুটি হতে এসে পরবর্তীতে মামলাটি তদন্ত তদারকি করেননি। উল্লিখিত মামলাটির তদন্ত তদারকিতে তার উদাসীনতা পরিলক্ষিত হওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন জানালে গত ২৭/০২/২০২৩ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (বিপি-৮৮১৪১৬৬২৫৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা , রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কৈফিয়ত তলবের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি, অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় এবং সার্বিক পর্যালোচনায় আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১০.২০২০-১১৮—যেহেতু জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (বিপি-৭২৯৭০৩৪৫২০), অফিসার ইনচার্জ, কোতোয়ালী থানা, ডিএমপি, ঢাকা ও ইতোপূর্বে মুন্সীগঞ্জ, জেলার শ্রীনগর থানায় নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে কর্মকালে শ্রীনগর থানার মামলা নং-১৬, তারিখ: ১৪/০৬/২০১৫, ৩৯৫/৩৯৭ পেনাল কোড এর ২য় তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বর্ণিত মামলাটি ঢাকা রেঞ্জ মনিটরিং সেলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ডাকাতি মামলার মত গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি তিনি গত ২৯/১১/২০১৫ হতে ২০/০৪/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তদন্ত করেন। তিনি তদন্ত কালে মামলার সাথে জড়িত প্রকৃত আসামী গ্রেফতার, ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটন ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করতে ব্যর্থ হওয়াসহ উপরোক্ত অভিযোগে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (খ) মোতাবেক ৩ (তিন) বছরের জন্য "পদোন্নতি স্থগিত রাখার" দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

০২।যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ২৭/০২/২৩ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে বিবেচিত হয়; এবং

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (বিপি-৭২৯৭০৩৪৫২০), অফিসার ইনচার্জ, কোতোয়ালী থানা, ডিএমপি, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (খ) মোতাবেক ৩ (তিন) বছরের জন্য "পদোন্নতি স্থগিত রাখার" দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪২৯/ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৮.১৯-১০১—যেহেতু, জনাব মো: আব্দুর রকিব খান (বিপি-৬৫৮৯০০৮৯০৮), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত ও ইতোপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, ত্রিশাল সার্কেল, ময়মনসিংহ জেলায় কর্মরত থাকাকালে অফিস-কাম বাসার একটি কক্ষে দীর্ঘদিন যাবত মেয়েদের নিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপ ও রাতে অবস্থান করা এবং ফুলবাড়িয়া থানায় গত ৩১/১০/২০১৮ তারিখে মামলা নং-১৮, ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) রুজুকৃত মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান ও বেদখল হওয়া দোকান ঘর উদ্ধারের জন্য জনৈক মোঃ গোলাম মোস্তফা এর নিকট হতে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা ঘুষ গ্রহণসহ উপরোল্লিখিত অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে পক্ষগণের প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব মোঃ কামরুল আহসান (বিপি-৮৬১৩১৫৯৪৯৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা-কে গত ১৭/১২/২০২০ তারিখ উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। একই সাথে অভিযুক্ত কর্মকর্তা- কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোহা: আব্দুর রকিব খান (বিপি-৬৫৮৯০০৮৯০৮), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) (গ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে অপসারণ" এর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তাকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো জবাব প্রদান করেন;

০৪। যেহেতু, দাখিলকৃত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি অপরাধের গুরুত্ব ইত্যাদি সার্বিক বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে অপসারণ" এর দণ্ড প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনে পরামর্শের জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনে পরামর্শের জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে অপসারণ" এর গুরুদণ্ড প্রদান করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে;

০৫। যেহেতু, জনাব মোহাঃ আব্দুর রকিব খান (বিপি-৬৫৮৯০০৮৯০৮),সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচারণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে অপরসারণ" গুরুদপ্রদানের প্রস্তাবের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন; এবং

০৬। সেহেতু, জনাব মোহা: আব্দুর রকিব খান (বিপি-৬৫৮৯০০৮৯০৮), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে অপসারণ" গুরুদন্ড প্রদানের প্রস্তাবের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মাতি জ্ঞাপন করেন; এবং

০৭। সেহেতু, জনাব মোহা: আব্দুর রকিব খান (বিপি-৬৫৮৯০০৮৯০৮), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে অপসারণ" গুরুদন্ড প্রদান করা হলো। একইসাথে এ বিভাগের গত ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের ২২৯ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৬ ফাল্গুন ১৪২৯/০১ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০২০.২২-৫৫—জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকী, বিপিএম (বার) পিপিএম (বিপি-৭০০৩০২৭৮৩৮), বর্তমানে পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি ও সাবেক এআইজি (সাপ্লাই), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড, নৈতিক স্খলন, শিষ্টাচার বহির্ভূত কার্যকলাপএবং অসদাচরণের অভিযোগের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর

বিধি ১২(১) অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

০২। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি পুলিশ অধিদপ্তর ঢাকায় সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২০ ফাল্গুন ১৪২৯/ ০৫ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৩৩৮—ঢাকা জেলার দারুস সালাম থানার মামলা নং-২৮(১০)১৯-খ্রি.এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন **(Sanction)** জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৩.২১-৯৫—যেহেতু ডা. মোঃ রাজিবুল হাসান (১৩৮৮৭০), সহকারী সার্জন (সাময়িক বরখাস্ত), মনোহরপুর ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ-এর বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ)/৩০ ধারায় খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সোনাডাঙ্গা থানায় দায়েরকৃত মামলা নং-১৮, তারিখ ১২-০৪-২০২১ খ্রি. এর প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেপ্তারের পর বিজ্ঞ আদালতের আদেশে জেল-হাজতে অন্তরীণ করা হয়;

যেহেতু এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(২) ধারার আলোকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০১-০৮-২০২১ খ্রি. তারিখের ২৭৩ নং স্মারকে উক্ত কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল-৩, খুলনার ১২-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখের রায়ে ডা. মোঃ রাজিবুল হাসানকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, ডা. মোঃ রাজিবুল হাসানের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হল। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৫৯.২১-৭৫—যেহেতু ডাঃ মোঃ জামাল হোসেন (১৩৪১৬৩), মেডিকেল অফিসার (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), জেলা সদর হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (পূর্ববর্তী কর্মস্থল: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হোমনা, কুমিল্লা) এর বিরুদ্ধে নৈতিক শস্খলনের অভিযোগ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪-০৭-২০২১ খ্রি. তারিখের ২৪৫ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(১) ধারার আলোকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪-০৭-২০২১ খ্রি. তারিখের ২৪৬ নং স্মারকে উক্ত কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (খ) মোতাবেক আগামী ০৩ বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হয়;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ জামাল হোসেনের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধিমোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখঃ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২১.২১-৯১—যেহেতু ডা. সুচিতা রাণী ঘোষ (১২৪৫৯৮), মেডিকেল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), আদর্শ পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হলে লিখিত জবাবে তিনি অসৌজন্যমূলক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন;

যেহেতু, পরবর্তীতে তিনি তার স্বামী ডা.সঞ্জয় কুমার ঘোষ (১২১৬৬৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট(অর্থোসার্জারি), নিটোর ঢাকাকে নিজের কর্মস্থলে ডেকে আনেন এবং আদর্শ পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকের সিনিয়র কনসালটেন্টকে লাঞ্চিত করেন;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ডা.সুচিতা রানী ঘোষের বিরুদ্ধে অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ০৩/২০২২) রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(১) ধারার আলোকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৩১/০১/২০২২ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০. ১২২.০২৭.১২১.২১-৪৪ নং স্মারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু উল্লিখিত বিভাগীয় মামলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৯/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০. ০০০০. ১২২. ০২৭.১২১.২১-৪০ নং স্মারকে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও

আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) মোতাবেক তিরস্কার লঘুদণ্ড আরোপ করা হয় এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়;

সেহেতু ডা. সুচিতা রাণী ঘোষের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধিমোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখঃ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৭.২০-৮৮—যেহেতু ডা. তাসনুভা শারমিন (১২৯৫৯৬), সহকারী সার্জন, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাষ্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে গত ১/৩/২০২০ খ্রি. হতে ৭/৭/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৪/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১৩৭. ২০-৮৯ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১২/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, ডা. তাসনুভা শারমিনকে অসদাচরণ ও পলায়নের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। একই সঙ্গে, তার অনুপস্থিতিকাল ১/৩/২০২০ খ্রি. হতে ৭/৭/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের জন্য বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো। তিনি ইতোমধ্যে উক্ত সময়ের বেতনভাতাদি উত্তোলন করে থাকলে তা সরকারি কোষাগারে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২০.২১-৯০—যেহেতু ডা. সঞ্জয় কুমার ঘোষ (১২১৬৬৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থোপেডিক সার্জারি), নিটোর, ঢাকা (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) এর স্ত্রী ডা. সুচিতা রাণী ঘোষ (১২৪৫৯৮), মেডিকেল অফিসার (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), আদর্শ পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-কে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের কারণে ডা. সঞ্জয় কুমার ঘোষ অসন্তুষ্ট হয়ে গত ০৩/০৪/২০২১ খ্রি. তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ করে তার স্ত্রীর কর্মস্থল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গমন করেন এবং আদর্শ পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকের সিনিয়র কনসালটেন্টকে লাঞ্চিত করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ০২/২০২২) রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(১) ধারার আলোকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৯/০১/২০২২ খ্রি.তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১২০.২০২১-৩৭ নং স্মারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত বিভাগীয় মামলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৯/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১২০.২১-৪১ নং স্মারকে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক ০১ বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হয় এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়;

সেহেত, ডা. সঞ্জয় কুমার ঘোষের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধিমোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৩.২১-৮৯—যেহেতু ডা. আসমা বেগম (১২১৯৫৯), সহকারী সার্জন, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাষ্টিক সার্জারি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে গত ১-৩-২০২০ খ্রি. হতে ৪.৮.২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০.০১.২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.০০৩. ২১-৩২ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচারণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (নং ১৪/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১২.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু ডা. আসমা বেগমকে অসদাচারণ ও পলায়নের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। একই সঙ্গে, তার অনুপস্থিতিকাল ০১.০৩.২০২০ খ্রি. হতে ০৪.০৮.২০২০ পর্যন্ত সময়ের জন্য বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো। তিনি ইতোমধ্যে উক্ত সময়ের বেতনভাতাদি উত্তোলন করে থাকলে তা সরকারি কোষাগারে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৬১.২১-৮৪—যেহেতু ডা. শামীমা আফরোজ (১২৪৩৫৯), সহকারী রেজিস্ট্রার (সার্জারি), শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, তাকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১৪.১০.২০১৯ খ্রি. তারিখের ৬৬৯ নং স্মারকে রেজিস্ট্রার/ এসিসটেন্ট রেজিস্ট্রার/এসিসটেন্ট সার্জন/ইকুইভ্যালেন্ট পদে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুরে পদায়ন করা হলে তিনি উক্ত কর্মস্থলে যথাসময়ে যোগদান করেননি এবং তিনি পূর্ববর্তী কর্মস্থল হতে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হওয়ার তারিখ ১৯.১০.২০১৯ খ্রি. থেকে ২০.১০.২০২০ খ্রি. পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে চাকরিতে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০১.১২.২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২. ০২৭.০৬১. ২১-৪৩৭ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১২.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু তিনি যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান না করে ভুল করেছেন মর্মে লিখিতভাবে দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু ডা. শামিমা আফরোজকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের জন্য একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তিনি কোনো বকেয়া আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। একই সঙ্গে, তার অনুপস্থিতিকালীন ১৯.১০.২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ২০.১০.২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো। তিনি ইতোমধ্যে উক্ত সময়ের বেতনভাতাদি উত্তোলন করে থাকলে তা যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৪.১৯-৮৬—যেহেতু ডা. নূরজাহান (১৩৭১৬৪), মেডিকেল অফিসার, জুরাছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা-এর বিরুদ্ধে গত ২৫.০৫.২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৩১.১০.২০১৯ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১৪৪. ১৯-৬৩৭ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৬.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু ডা. নূরজাহানকে অসদাচরণ ও পলায়নের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতিকাল ২৫.০৯.২০১৯ থেকে ২১.০১.২০২০ খ্রি. সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য এবং ২২.০১.২০২০ খ্রি. হতে অদ্যাবধি সময়কে নিয়মিত কর্মকাল হিসেবে বিবেচনা করার জন্য বলা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৩২.২০-৮৭—যেহেতু ডা. মোঃ ইসহাক আলী (১১৩২৭২), সহকারী অধ্যাপক, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সংযুক্ত: শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা: তারিন রহমান (৪৫৫৫৪)-এর সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ আচরণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৬-০৩-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.০৩২. ২০-২০১ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৫-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু ডা. মো: ইসহাক আলীকে অসদাচরণের অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৬.১৯-১০১—যেহেতু ডা. ফারজানা মাকসুরাত (১১১৬৮৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনি), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবালয়, মানিকগঞ্জকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্মারক নং ৪৫.১৪৪.০১৯.০০.০০.০০৭.২০১৬-২০৭; তারিখ ২০.০৫.২০১৮ মোতাবেক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ডুমুরিয়া, খুলনায় পদায়ন করা হলে তিনি উক্ত কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৩০.১০.২০১৯ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১৪৬. ১৯-৬২৩ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৬.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু ডা. ফারজানা মাকসুরাতকে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। একইসঙ্গে তার অনুপস্থিতিকাল ২০.০৫.২০১৯ থেকে ০১.১১.২০২০ খ্রি. সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো। তিনি উক্ত সময়ে কোনো বেতনভাতা উত্তোলন করে থাকলে তা যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০৮.২১-৮৫—যেহেতু ডা. মো: আতিকুজ্জামান (৪২০৯০), মেডিকেল অফিসার, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, তিনি শিক্ষা ছুটিতে জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী ঢাকায় অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় এমডি (মেডিকেল অনকোলজি) কোর্সের শেষ পর্ব (থিসিস) সম্পন্ন করার জন্য জানুয়ারি, ২০১৯-এ ছুটি আরো এক বছর বর্ধিতকরণের একাধিক আবেদন নামঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও কোর্স ও পরীক্ষা অব্যাহত রাখেন এবং শিক্ষা ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ০১.০১.২০১৯ খ্রি. হতে অদ্যাবধি বিনা অনুমতিতে কর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৮.১১.২০২১ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২ .০২৭. ১০৮. ২১-৩৭১ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৬.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু ডা. মো: আতিকুজ্জামানকে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। একই সঙ্গে, তার অনুপস্থিতিকাল ০১.০১.২০১৯ খ্রি. হতে ২৩.০৩.২০২০ খ্রি. সময়েকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো। তিনি উক্ত সময়ে কোনো বেতনভাতা উত্তোলন করে থাকলে তা সরকারি কোষাগারে প্রত্যর্পণ করতে হবে। পাশাপাশি তার অধিদপ্তরে যোগদানের তারিখ ২৪.০৩.২০২০ খ্রি. হতে এ আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়কে নিয়মিত কর্মকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৬১.১৯-৮৩—যেহেতু ডা. মো: সিরাজুল ইসলাম (৩৯৮২৩), সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) এর বিরুদ্ধে জামালপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) পদে কর্মকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৮.০২.২০১৬ খ্রি. তারিখের ৪৫.১৫৮.০১১.০০.০২১.২০১৩ (অংশ-১).৭০(২০০) সংখ্যক স্মারকের আদেশ অমান্য করে নিয়মবহির্ভূতভাবে একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে সেবা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২৪.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২ .০২৭.১৬১. ১৯-২১৬ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ২৯/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৬.০১.২০২৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু ডা. মোঃ সিরাজুল ইসলামকে অসদাচারণের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯ বাং/ ১৩ মার্চ ২০২৩ খ্রি.

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.২২.০১.২১.১৫৭—"মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০" সংশোধনের নিমিত্ত সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মৎস্য-১)-কে আহবায়ক করে নিম্নেবর্ণিত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১। যুগ্ম সচিব (মৎস্য-১)

সদস্যবৃন্দ

২। উপসচিব (আইন)

৩। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পরিকল্পনা এবং সেবা সরবরাহ (মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি)

শর্তাবলি:

(ক) কমিটি প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাই করে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডা. আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৯/ ১৪ মার্চ ২০২৩

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.২৯৩.২২-১৬১—যেহেতু, জনাব উম্মুল ফারা বেগম তাজকিরা, প্রাক্তন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম বর্তমানে সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য অফিস, সুনামগঞ্জ সংযুক্ত—উপপরিচালকের দপ্তর,বিভাগীয় মৎস্য অফিস, চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা-এর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার কালীপুর, পুকুরিয়া ও চাম্বল ইউনিয়নে লিফ নিয়োগ সংক্রান্তে "উপজেলা মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি"-এর সভাপতিকে অবহিত না করে তিনজন ব্যক্তিকে লিফ নিয়োগ দেখিয়ে ১৭-১১-২০২০ ও ২২-১১-২০২০ তারিখ ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন, যা দায়িত্ব অবহেলার শামিল; এবং

০২। যেহেতু, জনাব উম্মুল ফারা বেগম তাজকিরা ২৪-১২-২০২০ তারিখ বেলা ৩:৩০ ঘটিকায় উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে সভা কক্ষে প্রবেশ করে সভার হাজিরা সিটে স্বাক্ষর করেন এবং উত্তেজিত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে অশালীন ভাষায় উচ্চ-বাচ্চ করতে করতে সভা থেকে বের হয়ে যান, যা অসদাচরণের শামিল; এবং

০৩। যেহেতু, প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মো: মাহবুবুল হক-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও কর্তব্যে অবহেলার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়; এবং

০৪। যেহেতু. জনাব উম্মুল ফারা বেগম তাজকিরার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী অসদাচরণ অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০২২ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামার জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে যে ঔদ্ধত্যপনা দেখিয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অন্যদের সাথেও এমন আচরণ করেন। তথাপিও ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: হামিদুর রহমান-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৫। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব উম্মুল ফারা বেগম তাজকিরা এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহের বহির্ভূতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

০৬। সেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা, অপরাধের গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব উম্মুল ফারা বেগম তাজকিরা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আদেশ জারির তারিখ হতে তাঁকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে' অবনমিত অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেডে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/-টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৩৯,১৫০/-টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে' ৩৫,৫০০/—টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এ দণ্ডাদেশের অবনমিতকাল অর্থাৎ দণ্ড বলবৎ থাকার সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি ৩৫,৫০০—৬৭,০১০/-টাকার স্কেলে ৩৫,৫০০/- টাকা হতে বেতন প্রাপ্য হবেন। তিনি কোন ধরনের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪২৯/ ১ মার্চ ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.০৮৬.৩১.৬০০.১৭.১৯১—যেহেতু, জনাব মোঃ খাদেমুল ইসলাম, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত, সহকারী প্রোগ্রামার (ক্যাডার বহির্ভূত) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে থাকাকালীন স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপসচিব তরফদার সোহেল রহমান এর স্বাক্ষর জাল করে প্রোগ্রামার পদে সরাসরি নিয়োগ আদেশ স্থগিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রশাসন-১ শাখার স্মারক নম্বর ব্যবহার করে গত ২০-১২-২০২১ তারিখে পত্র পাঠিয়েছেন; যা তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে প্রমাণিত হয় এবং যা অসৎ উদ্দেশ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য করেছেন এবং মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার পদে নিয়োগ প্রদান কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচারণ' এর দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বরঃ ০১/২০২২) রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপণের সম্ভবনা থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (আইআইটি-১ অধিশাখা) জনাব মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম-কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ খাদেমুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচারণ'এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ সকল বিষয় পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী প্রমাণিত 'অসদাচারণ'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিমতে "চাকুরী হতে বরখাস্ত" করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। তাঁর জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় তার আচরণ একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্য অনৈতিক ও শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তার চাকরিকাল ও বয়স বিবেচনাক্রমে গুরুদণ্ড প্রদান না করে লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচিন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ খাদেমুল ইসলাম (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত) সহকারী প্রোগ্রামার (ক্যাডার বহির্ভূত) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর কারণ দর্শানোর জবাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে অসদাচরণ (misconduct) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বর্ণিত ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ থেকে ২ (দুই) বছরের জন্য " বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিত" করা হলো অর্থাৎ ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৮৪০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০--৫৩০৬০/ টাকার স্কেলে মূলবেতন ২৯৫১০//-থেকে দুই ধাপ নিম্নে ২৬৭৬০/- টাকায় অবনমিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিত আদেশ বলবৎ থাকার সময়কাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা হবেনা এবং উক্ত আর্থিক সুবিধা যা তিনি কোনদিন প্রাপ্য হবেন না। উল্লেখ্য, তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালকে বিনাবেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য করা হবে কিন্তু সাময়িক বরখাস্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খোরপোষভাতা ফেরত প্রদান করতে হবে না। একই সঙ্গে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০০৮.২২.৩৮—যেহেতু, জনাব এম.এ. মুনএম (২৩১৮), সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ০৪-০৭-২০১০ তারিখের ১৪. ০০১.০০৮.০০. ০০.০৩৫ . ২০১০.৮৫৪ নং স্মারকে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ০১-০৮-২০১০ হতে ৩১-০৭-২০১২ পর্যন্ত শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ১১-১০-২০১১ তারিখের ১৪.০০.০০০০.০০২.০৮. ০০২. ১২-৩৬৭ নং স্মারকে Ph.D in Electrical Engineering Programme এ অধ্যয়নের জন্য ০১ সেপ্টেম্বর ২০১২ হতে ৩১ শে আগস্ট ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ প্রদান করা হয়। প্রেষণের মেয়াদ গত ৩১-০৮-২০১৫ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং বিনা অনুমতিতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

০২। যেহেত,কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং একই বিধিমালার বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "পলায়ন (ডিজারশন)" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০২/২০২২) দায়ের করা হয়। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জি.ই.পি যোগে প্রেরণ করা হয়। জনাব এম. এ. মুনএম.গত ০১ মে ২০২২ তারিখে উক্ত নোটিশের জবাবে ০১-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখে তার দাখিলকৃত চাকরি হতে অব্যাহতির আবেদন গ্রহণ করে অভিযোগ নিষ্পত্তির আবেদন করেন। কিন্তু বিধি মোতাবেক তিনি নিজ কর্মস্থলে এসে যোগদান না করায় তার আবেদন বিবেচনা করা হয়নি;

০৩। যেহেতু, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব জনাব এ, বি, এম, সাদেকুর রহমান-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'ডিজারশন' এর অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে জনাব এম.এ. মুনএম-কে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি অভিযুক্ত কর্মকর্তার পক্ষ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

০৪। যেহেতু, জনাব এম. এ.মুনএম এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচারণ'ও ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালা ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৫। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১১১.৩৪.০০২.২০২৩-১২ নং স্মারকে বর্ণিত কর্মকর্তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" করার বিষয়ে এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

০৬। যেহেতু, জনাব এম. এ. মুনএমকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" এর প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করেছেন;

০৭। সেহেতু, জনাব এম. এ. মুনএম (২৩১৮), সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও ঢাকা-কে বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০১-০৯-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিমতে যথাক্রমে "অসদাচারণ" ও "পলায়ন" এর অপরাধে একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২৭.০০৭.২২.৩৭— যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মাহমুদ (২২৮০), সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর-কে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিঃ (বিটিসিএল)- এ কর্মরত থাকা অবস্থায় ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগের ১৮-০৯-২০১৩ তারিখের ১৪.০০.০০০০.০০২.০৮.০০২.১২-৩২৫ নং স্মারকে কানাডার University of Cape Breton এ উচ্চ শিক্ষার জন্য তার অনুকূলে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তদানুযায়ী তিনি ০৯-১০-২০১৩ হতে ০৮-১০-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) বৎসরের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি নিয়ে বিদেশ গমন করেন। শর্ত মোতাবেক শিক্ষা ছুটির মেয়াদ গত ০৮-১০-২০১৫ তারিখে অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেননি। কর্মকর্তা ০২ (দুই) বছরের অনুমোদিত ছুটির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত ০৮-১০-২০১৫ তারিখে শিক্ষা ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করার আবেদন করলে, বিটিসিএল এর পত্র নং-১৪.৩৩.০০০০০.০১৩.১৮.০৭৩.২৫.২১ তারিখ: ০৩-১২-২০১৫ এর মাধ্যমে তার আবেদন না-মঞ্জুর করতঃ তাকে বিটিসিএল এ যোগদান করার নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি;

০২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মাহমুদ এর এহেন আচারণের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচারণ" এবং একই বিধিমালার বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "পলায়ন (ডিজারশন)" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০১/২০২২) দায়ের করা হয়। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জি. ই. পি যোগে প্রেরণ করা হলেও জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মাহমুদ উক্ত নোটিশের কোনো জবাব প্রদান করেননি;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে কোনো জবাব না পাওয়ায় ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'ডিজারশন'এর অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মাহমুদ-কে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি অভিযুক্ত কর্মকর্তার পক্ষ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি;

০৪। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মাহমুদ এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচারণ' ও ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৫। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১১১.৩৪.০০১.২০২৩-১০ নং স্মারকে বর্ণিত কর্মকর্তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" করার বিষয়ে এ বিভাগের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

০৬। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মাহমুদকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" এর প্রস্তাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করেছেন;

০৭। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন মাহমুদ (২২৮০), সহকারী বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-কে বিনানুমতিতে নিজ কর্মে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০৯-১০-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপলী) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিমতে যথাক্রমে "অসদাচারণ" ও "পলায়ন" এর অপরাধে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোরশেদ জামান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ফাল্গুন ১৪২৯/ ০৫ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৩৩৯—সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার মামলা নং-১৭, তারিখঃ ১৯/১০/২০২১ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

[একই নম্বর ও একই তারিখের প্রতিস্থাপিত]

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ মার্চ ২০২৩/ ২৭ ফাল্গুন ১৪২৯

নং ৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৫.২০.৩২—'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারা মতে 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার, এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০১	জেলা প্রশাসক	কক্সবাজার জেলা, কক্সবাজার	সভাপতি
০২	উপসচিব (পরিমেয় ও ঐতিহ্য শাখা)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৩	উপসচিব (সমন্বয়-২)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	জনাব সত্যপ্রিয় চৌধুরী দোলন সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, কক্সবাজার জেলা।	স্থায়ী ঠিকানা:নন্দন কানন কলোনী, কাচারী পাহাড়, কক্সবাজার	সদস্য
০৫	জনাব জাহেদ সরওয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক	স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-পল্লবী লেইন, দক্ষিণ টেকপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, পৌরসভা, জেলা: কক্সবাজার	সদস্য
০৬	এডভোকেট সেন থাক্য সিনিয়র আইনজীবী	স্থায়ী ঠিকানা: পোঃ+গ্রাম-গোরকঘাটা (বড় রাখাইন পাড়া) মহেশখালী পৌরসভা, জেলা: কক্সবাজার	সদস্য
০৭	জনাব মং হলা চিং এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (পিআরএল) , সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চট্টগ্রাম	স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-চৌধুরী পাড়া, ডাকগরঃ রঙ্গীখালী, থানা-টেকনাফ, জেলা:কক্সবাজার	সদস্য
০৮	জনাব এ. এছেন সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কক্সবাজার সিটি কলেজ, কক্সবাজার	স্থায়ী ঠিকানা: ফুলবাগ সড়ক, চাউল বাজার সড়ক, পোঃ কক্সবাজার, উপজেলা: কক্সবাজার, জেলা: কক্সবাজার সদর	সদস্য
০৯	জনাব মং ওয়ান নাইন সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কক্সবাজার সিটি কলেজ, কক্সবাজার	স্থায়ী ঠিকানা: টেকপাড়া, ৪ নং ওয়ার্ড, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার সদর	সদস্য
১০	পরিচালক	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার	সদস্য-সচিব

২।'ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০'এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোনো সদস্য যে কোন সময়ে সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ০২-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন

উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ মার্চ ২০২৩/২৭ ফাল্গুন ১৪২৯

নং ৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৫.২০.৩২—'ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারা মতে 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার' এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০১	জেলা প্রশাসক	কক্সবাজার জেলা, কক্সবাজার	সভাপতি
০২	উপসচিব (পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৩	উপসচিব (সমন্বয়-২)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	জনাব সত্যপ্রিয় চৌধুরী দোলন সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, কক্সবাজার জেলা।	স্থায়ী ঠিকানা:নন্দন কানন কলোনী, কাচারী পাহাড়, কক্সবাজার	সদস্য
০৫	জনাব জাহেদ সরওয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক	স্থায়ী ঠিকানা: পল্লবী লেইন, দক্ষিণ টেকপাড়া, জেলা: কক্সবাজার	সদস্য
০৬	এডভোকেট সেন থাক্য সিনিয়র আইনজীবী	স্থায়ী ঠিকানা: গোরকঘাটা, মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার	সদস্য
০৭	জনাব মং হলা চিং এ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (পিআরএল) , সোনালী ব্যাংক, চট্টগ্রাম।	স্থায়ী ঠিকানা: রত্নাখালী, টেকনাফ, কক্সবাজার	সদস্য
০৮	জনাব এ. এছেন সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কক্সবাজার সিটি কলেজ, কক্সবাজার।	স্থায়ী ঠিকানা: ফুলবাগ সড়ক, চাউল বাজার সড়ক, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার	সদস্য
০৯	জনাব মং ওয়ান নাইন সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কক্সবাজার সিটি কলেজ, কক্সবাজার।	স্থায়ী ঠিকানা: টেকপাড়া, ৪ নং ওয়ার্ড, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার	সদস্য
১০	পরিচালক	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার	সদস্য-সচিব

২। 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০'এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুর্নগঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোনো সদস্য যে কোন সময়ে সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ০২-০৮-২০২২ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন

উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৯/ ২ মার্চ ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১৩০.০৬.৩৬৫.১৭-৩৩—কপিরাইট আইন, ২০০০ এর ধারা-১১ এবং কপিরাইট বিধিমালা ২০০৬ এর বিধি-২৯(১) অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে ০২ মার্চ ২০২৩ তারিখ থেকে ০৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের জন্য কপিরাইট বোর্ড পুনর্গঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

১। জনাব মোঃ ইমরুল চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। জনাব জাফর রাজা চৌধুরী
প্রাক্তন রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

৩। জনাব সুব্রত ভৌমিক
যুগ্ম সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪। পরিচালক
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৫। প্রতিনিধি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৬। সভাপতি
বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, ঢাকা

সদস্য সচিব

৭। রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাজমা বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৬ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১০.১৭.১৩৬—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১.	তাহেরপুর	১১	১১৮৪	সিলেট সদর	সিলেট
০২.	বটেশ্বর	৫৭	১০৯৫	সিলেট সদর	সিলেট
০৩.	খিদিরপুর	৬০	২৪৮৭	সিলেট সদর	সিলেট
০৪.	লক্ষীপাশা	০১	২১৮৪	দক্ষিণ সুরমা	সিলেট
০৫.	রাংজিউল	১০০	৪৩৫	গোলাপগঞ্জ	সিলেট
০৬.	পইল	৩২	৩৪৫৫	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
০৭.	লালচন্দ টি স্টেট	০৩	০২	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
০৮.	ঘরগাও	৭১	৩৬৫	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
০৯.	পাচারগাঁও	৮৯	৪৩০	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১০.	আজিমাবাদ	১০৫	৭৬৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১১.	আমু টি. ই	১২০	০২	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১২.	গোছাপাড়া	১২৪	৫০৯	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৩.	বগাডুবি	১২৫	৬৮৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৪.	মুছিকান্দি	১৩৪	৩৪৭	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৫.	গাদিশাল	১৫৫	৭৪৬	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৬.	ঢুলনা	১৫৬	১০৬৮	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ
১৭.	দারগাঁও	৫৮	৫৪৪	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
১৮.	উত্তর গোবিন্দপুর	৭৩	১০০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
১৯.	পাঁচপীর	৩১	৫৪৬	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২০.	আলালপুর	৫১	১৪২২	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
যুগ্মসচিব (জরিপ)।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

কারিগরি শাখা-০৪

পরিপত্র

তারিখ: ১০ আশ্বিন ১৪২৯/২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫৪.৯৯.০০৬.২১(খণ্ড).১৬৩—কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সকল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের নামকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

(১) স্থানের নামে নামকরণের ক্ষেত্রে:
জেলা/উপজেলা/স্থানের নাম + সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ + উপজেলা + জেলা

(২) ব্যক্তির নামে নামকরণের ক্ষেত্রে:
ব্যক্তির নাম + সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ + উপজেলা + জেলা

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপসচিব।